অম্ল মধুর - ৪ : বরাকবাসীর বারোটা বাজাও

কল্যাণ দেশমুখ্য, ১১ জুলাই ২০২০

বরাক উপত্যকা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। নতুন কলকারখানা খুলছে না। পেপার মিল বন্ধ হয়ে গেছে। সুগার মিল অনেক আগেই অক্কা পেয়েছে। এদিকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মান ও ক্রমাগত নীচের দিকে যাচ্ছে। রাস্তাঘাট ভাঙাচোরা , বিদ্যুৎ যন্ত্রণা লেগেই আছে। মহাসড়কেও যেন মহামড়ক লেগেছে। কান পাতলেই শোনা যায় , 'সবাই নাকে তেল দিয়ে ঘুমাও । বরাকবাসীর বারোটা বাজাও' ।

সেদিন এক নেতা তার ভাষণে বলেছেন , বন্ধুগন , বলুনতো , শিলচর শহরটা কার ? বরাক সূর্যের না বরাক চন্দ্রের ? রিক্সাওয়ালার না ঠেলাওয়ালার ? তবে যার- ই হোক , আপনার নয় কিংবা আপনার বাবারও নয়। আমরা কৃপা করে আপনাদের শিলচরে থাকতে দিয়েছি। তাই চুপ করে থাকুন। এটা কেন পেলাম না , ওটা কেন দিলেন না বলে আন্দোলন করতে যাবেন না। না পোষালে ইংল্যান্ড বা আমেরিকা চলে যান। বন্ধুগন , বিভিন্ন জনের অভিযোগ , শিলচর শহরের বেশ কিছু এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাতের ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আর জমাজলের ভোগান্তি বছরের পর বছর লেগেই আছে। আরে ভাই , কে বলেছিল আপনাদের ওইসব নিচু এলাকায় গিয়ে বাড়িঘর বানাতে ? দাদা , এলাকা নিচু কিংবা উঁচুর প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে , এইসব কৃত্রিম বন্যা আপনাদের মানে নেতাদের সৃষ্টি। চুপ , আর একটা কথাও নয়। আমাদের যখন ইচ্ছে হবে জিনিসপত্রের দাম বাড়াব। যেখানে খুশি জল আটকে রেখে জনগণকে ভোগাব। ভোগান্তি সহ্য করার জন্য- ই তো আপনারা ভারতে জন্মেছেন। মনে রাখবেন , রাজনীতির জগত বলুন , সমাজনীতি কিংবা অর্থনীতির জগত বলুন , কোথাও কেউ কাউকে স্বেচ্ছায় সূচ্যগ্র পরিমাণ জমিও ছেড়ে দিতে চায় না। গায়ের জোর থাকলে ধাক্কা মেরে পথ সাফ করে এগোতে পারবে। নাহলে অন্যের ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে নর্দমায় গিয়ে পড়তে হয়। উপনিষদ বলেছে , 'ওঠো জাগো । নিজের প্রাপ্য আদায় করে নাও ' । ওঠো মানে কী ? সহকর্মীদের ল্যাঙ মেরে চাকরিতে উপরের দিকে তরতর করে ওঠো। জাগো মানে কী ? মাল খেয়ে রাতভর জেগে ফূর্তি করো। চটুল হিন্দি গান বাজিয়ে বন্ধু- বান্ধবী নিয়ে পুরো রাত জেগে কাটাও। 'কল কেয়া হোগা কিসকো পতা। আভি জিন্দেগি কা লে লো মজা' ।

আমাদের কিছু নেতা সর্বদাই চামচা পরিবৃত হয়ে থাকেন। চামচাদের মধ্যে তারা চব্য-চোষ্য-লেহ্য- পেয় বিতরণ করে যাচ্ছেন। আমজনতার সুখদুঃখের প্রতি তাদের নজর দেবার সময় নেই। 'নগর লক্ষ্মী' কবিতায় রবি ঠাকুর লিখেছেন --

' কাঁদে যারা খাদ্যহারা
আমার সন্তান তারা।
লইলাম আজি ভার
নগরীতে অন্ন বিলাবার ' ।

এই সুরেই অনেক নেতা মনে মনে গেয়ে থাকেন --

' আছে যত চামচারা
আমার সন্তান তারা।
লইলাম আজি ভার
চামচাদের পেট ভরাবার ' ।

এদিকে চামচারাও নেতাদের তোয়াজ-তোষণে ব্যস্ত থাকেন। রবি ঠাকুর লিখেছেন --

' আমারে না যেন করি প্রচার ,
আমার আপন কাজে।
তোমারই ইচ্ছা করহে পূর্ণ ,
আমার জীবন মাঝে ' ।

বেশিরভাগ চামচারা এই সুরেই তাদের প্রিয় নেতাদের উদ্দেশে মনে মনে গেয়ে থাকেন --

' তোমারে ঘনঘন করি যে প্রচার,
আমার আপন কাজে।
দেশেরই অর্থে করহে পূর্ণ
তোমারই পকেট মাঝে ' ।

কবি লিখেছেন - ' শিলচর গেলে ভাই , খাবে তুমি কিলচড় ' । কিন্তু একথা জানা ছিল না , শিলচর গেলে বর্ষাকালে বিনে পয়সায় সাদা কাপড় রঙিন করে তোলা যায়। আর শীতকালে ধূলো আর বালির দাপটে শ্বাস ফেলা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়।বিনে পয়সায় গায়ে পাউডার মাখতে চাইলে শীতকালে বরাক উপত্যকার যেকোনো গ্রাম বা শহরে ঘুরে আসতে পারেন। আমাদের জনপ্রতিনিধিরাও জানেন , সমস্যায় জর্জরিত করে না রাখলে জনগণ তাদের ভক্তি শ্রদ্ধা করবেন না। তাই তারা জনগণের উদ্দেশ্যে মনে মনে গেয়ে থাকেন --

' বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে ,
ধরো মুখে নেতা-নেতা বুলি।
গলার কাঁটা সরে গেলে
নেতাকে সবাই যায় যে ভুলি '।

(c) Ishan Kotha

বরাকের সমস্যা নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে , অনেক আন্দোলন হয়েছে। কিন্তু , বিশেষ লাভ হয়নি। তাই বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে জগতকে চেনা দরকার। এই সংসারে পিতা , মাতা , স্ত্রী , পুত্র , কন্যা কেউ আপন নয়। অর্থাৎ , কেউ কারো নয়। এই শহর কিংবা গ্রামের রাস্তাঘাট আমার-আপনার নয়। অফিস, আদালত , রেললাইন , সেতু কিছুই আপনার - আমার নয়। নিজের গালের দাড়িও নিজের নয়। তবে কেন মিছিমিছি রাস্তাঘাট কিংবা শহর বা গ্রামের উন্নতির জন্য মাথা ঘামিয়ে নিজের ঘুমের বারোটা বাজাবেন ? নিজেকে স্বাধীন দেশের শিক্ষিত ভোটার ভেবে কত কষ্ট আপনি পাচ্ছেন। সত্যি করে বলুন তো , পূর্তমন্ত্রী কি আপনাকে মানুষ বলে ভাবেন ? যদি ভাবতেন , তাহলে রাস্তাঘাটের কি এই বেহাল অবস্থা থাকত ? বিদ্যুৎমন্ত্রী কি আপনাকে মানুষ বলে ভাবেন ? যদি ভাবতেন , তাহলে কি এই প্রচণ্ড গরমে বিদ্যুতের অভাবে আপনি হাঁসফাঁস করতেন ? তাই বলি কি , দেশ-দশের চিন্তা ছাড়ুন।

সন্ত তুলসী দাস বলেছেন -- ' সব ছাড়য়ে সব পাওয়ে ' । অর্থাৎ , সবকিছু ছেড়ে দিলেই সবকিছু পাওয়া যায়। তাই প্রথমে স্ত্রী , পুত্র, কন্যাকে ছেড়ে দিন। তারপর পরনের কাপড়গুলোকে এক এক করে ছাড়তে থাকুন। এরপর নাঙ্গা বাবা হয়ে চোখ বুঁজে জপতে থাকুন --

' হরিগুরু- গুরুহরি। গরু থেকে ছাগল ভারি ' ।

(C) Ishan Kotha